দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 JAN 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাস ও মুসলিম শিক্ষার ভিত্তি

আহমদ সেলিম রেজা

মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাসে 'কিতাবুল জিহাদ' পড়ানো বন্ধ করে দিয়েছিল বৃটিশ সরকার। সরকারী পর্যায়ে তখন গুরুত্বদেয়া হয়েছিল 'কিতাবুল লিবাস' অধ্যায়নের ব্যাপারে। পাশাপাশি সিলেবাসে এমন কিছু বিষয় জুড়ে দেয়া হয়েছিল যার ফলে ইসলামের মৌলিক জীবনদর্শন খুঁজে পেতে মুসলমানদের হয়রান হওয়া ছাড়া কোন গত্যান্তর ছিল না। বরং দুই শতাব্দী পেরিয়ে এসেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাদ্রাসা শিক্ষিতগণ ইসলামের সত্যিকার জীবনদর্শন জনগণের সামনে তুলে ধরতে ব্যর্থ হচ্ছেন। আবার ফেরকা বন্দী হয়ে পরস্পরের প্রতি ফতোয়া বাজীতেও ইতোমধ্যে অনেকেই যথেষ্ট পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন। এতে আলেমগণের একাংশের প্রতিজনগণের আস্থা ইতোপূর্বেই নষ্ট হয়ে গেছে এবং পরিস্থিতির কোন উন্নতি না ঘটাতে মানুষ ক্রমশ ধর্ম সম্পর্কে হতাশ ও কতিপয় ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিতে ভুগছে। কার্যত: এসব কিছু ঘটছে সিলেবাসে মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ ও সঠিক চরিত্র নির্মাণের দিক নির্দেশনার অভাবে। এ প্রসঙ্গে বৃটিশযুগে প্রবর্তিত মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী থেকে বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর শাসনামল হতে নবাব আলীবর্দী খাঁর শাসনকাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা তথা মাদ্রাসা শিক্ষার বিপুল প্রসার ঘটে। ওয়াকফ সম্পত্তি, দানঅনুদান ও মুসলিম মণীষীদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল তখনকার শাসকদের রাজ্য শাসনের অপরিহার্য কর্তব্য সমূহের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। এই সময়টিতে মুসলিম শাসক ও দরবেশ ধর্ম প্রচারকগণ অসাংখ মসজিদ, মকতব, ফোরকানিয়া হিফজুল কুরআনা, দারুল উলুম (কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়) এবং জামেয়া (বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্টা করে মুসলামানদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীর আলোকে শিক্ষিত করে তুলতে উদ্যোগী হয়ে ছিলেন। প্রধানত: আরবী ও ফার্সী ভাষায় তাঁরা এখানকার জনগণকে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীতে পারদর্শী করে তোলার প্রয়াশ পেয়েছিলেন। যেমন (১) আল কোরআন ও তাফসীর (২) আল হাদিস (৩) আকায়িদ (৪) ফিকাহ ও উসলেফিকাহ (৫) তাসাউফ প্রভৃতি। বস্তুত: হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ (রহ:) ও হযরত মোল্লা নিজামুদ্দীন (রহ:)-এর প্রণীত ইসলামী শিক্ষার পাঠ্যক্রমই ছিল মুসলমানদের শিক্ষাক্রমের ভিত্তি। 'দরসে নিজামী' হিসেবে উক্ত পাঠ্যক্রমের ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। তাই যখন রাজনৈতিক কারণে বৃটিশ সরকার কর্তৃক নতুন ভাবে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় মাদ্রাসা শিক্ষা চালু করা হয়। (১৭৮১ সালে)। তখন সরকারী মাদ্রাসায় তাঁদের প্রনীত পাঠ্যক্রমে সংযোজন বিয়োজন করে নতুন এক লক্ষহীন অদ্ভুত সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়। যার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপঃ

(১) আরবী ব্যাকরণ (২) মানতিক বা তর্কশাস্ত্র (৩) হিকমত বা প্রকৃতি দর্শন (৪) রিয়াদী ও হাইয়াত বা অংক ও জ্যোতিবশাস্ত্র (৫) বালাগাত বা কাব্যালংকার (৬) ফিকাহ বা ইসলামী আইন (৭) উসুল আল ফিকহ বা ইসলামী বিচারের নতিমালা (৮) কালাম বা ধর্মতত্ত্ব (৯) তফসীর বা কুরআনের ব্যাখ্যা (১০) হাদিস।

এখানে লক্ষণীয় যে, 'দরসে নিজামী' থেকে প্রথমেই বাদ দেয়া হয়েছে, (১) আকায়েদ (২) তাসাউফ অর্থাৎ বৃটিশ কর্তৃপক্ষ প্রথম সুযোগেই সিলেবাস থেকে ইসলামী শিক্ষার প্রধান ভিত্তি নৈতিকতাবাদ ও আধ্যাত্মবাদ শিক্ষা অর্জন ও চর্চা থেকে মুসলমানদের অন্ধকারে রাখার ব্যবস্থা কৌশলে পাকা করে নেয়। পরবর্তীতে ১৭৯১ সালে দরসে নিজামীর পাঠ্যক্রমে দ্বিতীয় দফা অপারেশন চালিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাস থেকে ৩টি বিষয় বাদ দেয়া হয়। অর্থাৎ (১) হাদিস (২) তাফসীর এবং (৩) উসুল আল ফিকাহ বিষয়গুলোকে সিলেবাসের আবশ্যকীয় পাঠ্যসূচী হতে বাদ দেয়া হয়। এতে মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম নিম্নোক্তভাবে পুনঃবিন্যস্ত হয়ঃ (১) প্রাকৃতিক দর্শন (২) ধর্মতত্ত্ব (৩) আইন (৪) জ্যোতিষ শাস্ত্র (৫) জ্যামিতি (৬) পাটিগণিত (৭) তর্কশাস্ত্র (৮) কাব্যালঙ্কার (৯) ব্যাকরণ। উল্লেখ্য এসব বিষয় পাঠ্য বা অধ্যায়নকাল ছিল ৭ বছর। এ ভাবেই মাদ্রাসা শিক্ষা টিকে থাকে প্রায় দেড়শত বছর। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তৎকালীন সরকার East Bangal Educational Ordanec 1947 জারি করেন। অর্ডিন্যান্স বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান বাংলাদেশের সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ অনুমোদন সংযুক্তিকরণ এবং নির্দেশনা দানেরক্ষমতা অর্জন করে। সাধারণ ও প্রকৌশল ডিগ্রী ডিপ্লোমা, প্রবেশিকা প্রদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ 'নিউস্কীম' পদ্ধতির উচ্চ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান সমূহ উক্ত অর্ডিন্যান্স বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন হয়। ১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত অনুরূপ তিনটি নিউস্কীম হাই মাদ্রাসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে এসে পর্যায়ক্রমে আধুনিক কলেজে রূপান্তরীত হয়। যেমন (১) ঢাকাতে কবি নজরুল ইসলাম কলেজ (২) রাজশাহীর ইসলামীয়া গভঃ হাইস্কুল এবং (৩) চট্টগ্রামের সরকারী মোহসনী কলেজ।

সেযাই হোক, ১৯৪৭ সালে ঢাকা মাদ্রাসাকে 'মাদ্রাসা–ই আলীয়া' নামকরণে রূপান্তরিত করে কোলকাতা মাদ্রাসাকে ঢাকায় স্থানান্তরীত করা হয়। এ সময় 'মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড'ও প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আলিম ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা সমূহ পরিচালনা ও সনদপত্র প্রদানের ক্ষমতা লাভ করে। কিন্তু এ সময়েও সিলবাসের তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। অবশ্য এ সময়ে (১) আলকোরআন ও তাফসীর (২) আল হাদিস (৩) ফিকহ ও উসুলে ফিকহ একিভূত হয়ে সিলেবাসে আবশ্যিক পাঠ্য হিসেবে পুনঃ অন্তর্ভুক্ত হয়। 'আকায়েত' বিষয়টিও এসময় সিলেবাসে স্থান পায়। কিন্তু ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলে অদৃশ্য কারণে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা অঘোষিতভাবে বন্ধ ও সরকারী পৃষ্ঠপোষণ হারিয়ে ফেলে। পরবর্তীতে স্বাধীনতার মহান নায়ক শেখ মুজিবুর রহমানকে (১৯৭২ সালে) মাদ্রাসা শিক্ষার দুর্দশার বিষয়টি অবহিতকরলে তিনি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ইউসুফ আলীকে মাদ্রাসা শিক্ষায় সরকারী পৃষ্ঠপোষণ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন। ১৯৭৩ সাল থেকে বাংলাদেশে পুনরায় সরকারী পর্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রম গৃহীত হয় এবং স্বাভাবিক নিয়মে পরিচালিত হতে থাকে। তবে এ সময়ে মাদ্রাসা সিলেবাসের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, পাঠ্যক্রম থেকে 'কিতাবুল জিহাদ' অংশটি পঠন–পাঠন পুনঃ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

(চলবে)